আইবিআরআর-এর গবেষণা, গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা বিধি

আইবিআরআর-এর গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ২০ অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া গঠনতন্ত্রের ১৩(২)গ দফার অধিকতর পরিষ্কার করিবার জন্য আমরা এই বিধি প্রণয়ন করা হইল। আইবিআরআর-এর আয়োজনে কিংবা সহায়তায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও গবেষণাপত্রের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

অধ্যায় ১: বিধির নাম

১। নাম: এই নীতিমালার নাম হইবে 'আইবিআরআর-এর গবেষণা, গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা বিধি'।

অধ্যায় ২: গবেষণা ও গবেষণাপত্র-বিষয়ক নিয়মাবলি

২। **আইবিআরআর-এর প্লাটফর্ম ব্যবহার করিয়া গবেষণার নিয়ম:** আইবিআরআর-এর যেকোনো ক্রিয়াশীল সদস্য আইবিআরআর-এর প্লাটফর্ম ব্যবহার করিয়া এককভাবে কিংবা যৌথভাবে গবেষণা করিতে পারিবেন। তবে, কোনো গবেষক / গবেষকদল আইবিআরআর-এর প্লাটফর্ম ব্যবহার করিয়া জরিপ কার্যক্রম প্রচার, ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাসন কিংবা গবেষণার অন্য কোনো পদ্ধতি পরিচালনা করিলে উক্ত গবেষণাপত্রের 'গবেষণাপদ্ধতি' অধ্যায়ের বিবরণে আইবিআরআর-এর প্লাটফর্ম ব্যবহারের উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। **গবেষণায় অংশগ্রহণের উপাদান:** কোনো যৌথ গবেষণায় নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডসমূহ গবেষণা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইবে। যিনি নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডের অন্তত একটি সম্পাদনা করিবেন, তিনি উক্ত গবেষণার রচয়িতা বা প্রণেতা হইবার দাবিদার হইবেন:

(i) গবেষণাপত্রের সাহিত্য পর্যালোচনা রচনা।

(ii) গবেষণা-পদ্ধতি, গবেষণা প্রশ্ন, গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, তাত্ত্বিক কাঠামো ও অনুকল্প রচনা এবং জরিপের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন।

(iii) ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজন, পরিচালনা ও তার ফলাফল লিপিবদ্ধকরণ।

(iv) কি-ইনফর্মেন্ট ইন্টার্ভিউ গ্রহণ, লিপিবদ্ধকরণ ও তা গবেষণাপত্রে অন্তর্ভুক্তিকরণ।

(v) ল্যাবরেটরিতে ডেটা অ্যানালাইসিস ও তা লিপিবদ্ধকরণ।

(vi) পরিসংখ্যানগত সফটওয়ার, যেমন– এসপিএসএস, স্ট্র্যাটা ইত্যাদি পরিসংখ্যান সফটওয়ার ব্যবহার করে গবেষণার ডেটা অ্যানালাইসিস ও তার লিপিবদ্ধ কপি প্রস্তুতকরণ।

(vii) গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে বিশ্লেষণী রচনা।

৪। দলবদ্ধ গবেষণায় দায়িত্বপালন ও প্রণেতাগণের নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ: কোনো দলবদ্ধ গবেষণায় অত্র নীতিমালার ধারা ৩-এ উল্লিখিত উপাদানগুলিতে দায়িত্বপালনকারীগণ গবেষণাপত্রটির প্রণেতা বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তবে, কোনো গবেষক যদি কোনো নির্দিষ্ট গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্ত হইয়া কাজ শুরু করিয়া চূড়ান্ত কাজ জমা দেওয়ার নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্ধারিত কাজের অন্তত ৫০% প্রদর্শন করতে না পারে তবে অন্য গবেষকগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চাইলে তাঁকে গবেষণা দল হতে বাদ দিতে পারে। চূড়ান্ত কাজ জমা দেওয়ার তারিখে কোনো গবেষক নির্ধারিত কাজের ৫০% জমা দিলেও যদি তিনি পূর্ণ কাজ জমা দেওয়ার তারিখ অতিবাহিত হইবার পর অতিরিক্ত ৩০ দিনের মধ্যেও পূর্ণ কাজ জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে অন্য গবেষকগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চাইলে তাঁকে গবেষণা দল হইতে বাদ দিতে পারে। উপরিউক্ত কারণে গবেষণা দল হইতে কাউকে বাদ দেওয়া হইলে তাহার নাম গবেষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৫। যৌথ গবেষণাপত্রে নামের ক্রম: অবদানের তারতম্যের বিচারের ক্ষেত্রে ৩(ঘ)তে নির্ধারিত উপাদানসমূহের মধ্যে যেই গবেষক বেশি সংখ্যক উপাদান ব্যবহার করবেন, সেই গবেষকের নাম তত আগে বসিবে। তবে, গবেষণা দলের ব্যক্তিবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে ইহার ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬। গবেষণা সহায়তার স্বীকৃতি:

(১) ধারা ৩-এ উল্লিখিত গবেষণার উপাদানসমূহ সম্পাদনার বাইরেও গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো গবেষক বা গবেষকদলকে সহায়তা করিতে পারেন। উক্ত গবেষণা কর্ম হইতে কোনো পুস্তক প্রকাশিত হইলে উক্ত স্বীকৃতির জন্য গবেষক/ গবেষক দল উক্ত পুস্তকে সেসমস্ত সহযোগিতার উল্লেখ করিবেন। তবে, গবেষণাপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে এরূপ স্বীকৃতির ফর্মেট গবেষণা জার্নালে না থাকিলে গবেষণাপত্রটির প্রণেতা তাহা করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো গবেষকের / গবেষক দলের প্রস্তুতকৃত গবেষণাপ্রশ্নপত্র আইবিআরআর-এর প্লাটফর্ম হইতে পাইয়া কোনো সদস্য তাহা পূরণ করিলে কিংবা তাহা প্রচার করিলেই উক্ত গবেষণাপত্রের প্রণেতা/ রচয়িতা হইবার অধিকার প্রশ্নপত্র পূরণকারী কিংবা প্রচারকারী কোনো সদস্যের জন্মাইবে না। বরং, উক্তপ্রশ্নপত্র প্রণেতা/ প্রণেতাগণই উক্ত গবেষণার প্রণেতা হইবার অধিকারী।

(৩) কোনো গবেষক/ গবেষক দল তাহার গবেষণা পরিচালনা করিবার নিমিত্তে পরিচালিত ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাসনে আইবিআরআর-এর কোনো সদস্য কিংবা আইবিআরআর-এর সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী কোনো ব্যক্তি (যিনি আইবিআরআর-এর সদস্য নন) যুক্ত হইলেই তিনি উক্ত গবেষণার প্রণেতা হইয়া যাইবেন না; বরং উক্ত ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশনের আয়োজক/ আয়োজকগণই উক্ত গবেষণার প্রণেতা।

অধ্যায় ৩: গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ বিষয়ক নিয়মাবলি

৭। আইবিআরআর-এর প্লাটফর্ম ব্যবহার করিয়া গ্রন্থের জন্য গবেষণা কিংবা তথ্য সংগ্রহের নিয়ম: অত্র সংগঠনের যেকোনো সদস্য অত্র সংগঠনের ডিজিটাল অবকাঠামো ব্যবহার করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া উহা তাহার একক বা যৌথ গ্রন্থে ব্যবহার করিতে পারিবেন। তবে, আইবিআরআর-এর অবকাঠামো কীরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে আইবিআরআর-কে কতটা স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন, তাহার যথার্থতা সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৮। গ্রন্থস্বত্ব ও রয়ালিটি: আইবিআরআর-এর প্লাটফর্ম ব্যবহার করিয়া তথ্য সংগ্রহ করা হউক বা না হউক গ্রন্থের প্রকৃত লেখকগণই গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী হইবেন। তবে, আইবিআরআর হইতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হইলে উক্ত গ্রন্থের রয়্যালিটির হিস্যা আইবিআরআর পাইবে। কোন গ্রন্থের জন্য সংগঠন কতটা রয়ালিটি পাইবে, তাহা সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অভিভাবক পরিষদের সদস্যগণ ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের রচয়িতাগণ চূড়ান্ত করিবেন।

৯। যৌথগ্রন্থে নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ, রয়ালিটি বন্টন ও দায়গ্রহণ: সংগঠনের কোনো সদস্য যৌথভাবে কোনো গ্রন্থ রচনা করিলে–

(১) প্রতিজন রচয়িতা নির্দিষ্ট সংখ্যক অধ্যায় রচনা করিবে। প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে উক্ত রচয়িতার নাম উল্লেখ থাকিবে।

(২) যৌথগ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের ভুল-ভ্রান্তি ও তথ্যের দায় স্ব-স্ব অধ্যায়ের লেখক। একই গ্রন্থের এক লেখকের লেখার দায় অন্য লেখক নেবেন না।

(৩) সংগঠনের কোনো সদস্যের একক কিংবা যৌথগ্রন্থের ভুলভ্রান্তি ও তথ্যের দায় স্ব-স্ব গ্রন্থের লেখক। সংগঠনের সহযোগিতায় কিংবা সহযোগিতার বাইরে যেকোনো প্রকারে কোনো লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ, গ্রন্থের অধ্যায়, গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টের দায়ভার সংগঠন নেবে না।

(৪) কোনো যৌথগ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যার যত অংশ যেই লেখক লিখিবেন, সেই লেখক সেই হারে রয়ালিটির হিস্যা পাইবেন।

১০। যৌথগ্রন্থ রচনায় দায়িত্বপালন ও রচয়িতা/ প্রণেতাগণের নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ: যৌথগ্রন্থের রচনার ক্ষেত্রে একেকজন রচয়িতা একেকটি অধ্যায় রচনা করিবেন। কোনো লেখক যদি কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থ রচনার জন্য দল ভুক্ত হইয়া কাজ শুরু করিয়া চূড়ান্ত কাজ জমা দেওয়ার নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্ধারিত কাজের অন্তত ৫০% প্রদর্শন করতে না পারেন, তবে অন্যান্য রচয়িতাগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চাহিলে তাঁহাকে দল হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবেন। এমতাবস্থায়, রচয়িতাগণ বহিষ্কৃত রচয়িতার অধ্যায় বাদ রাখিয়াই গ্রন্থটি প্রকাশিত করিতে পারিবেন; কিংবা বহিষ্কৃত লেখকের জন্য নির্ধারিত অধ্যায়টি অন্য নিজেরাও রচনা করিতে পারিবেন। আবার কোনো রচয়িতা যদি চূড়ান্ত কাজ জমা দেওয়ার তারিখে নির্ধারিত কাজের ৫০% জমা দিলেও যদি তিনি পূর্ণ কাজ জমা দেওয়ার তারিখ অতিবাহিত হইবার পর অতিরিক্ত ৩০ দিনের মধ্যেও পূর্ণ কাজ জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে অন্য রচয়িতাগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইচ্ছা করিলে তাঁহার অধ্যায় বাদ রাখিয়াই গ্রন্থটি প্রকাশিত করিতে পারিবেন।

১১। গ্রন্থ হইতে সারবত্তা লইয়া গবেষণা-পত্র প্রকাশ: অত্র সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত কিংবা অত্র সংগঠনের সহায়তায় রচিত কিংবা অত্র সংগঠনের কোনো সদস্যের রচিত কোনো গ্রন্থ হইতে তথ্য, উপাত্ত, ধারণা, সূত্র, তত্ত্ব, অনুকল্প প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া অত্র সংগঠনের সদস্যগণ গবেষণাপত্র রচনা করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে–

(ক) গবেষণা পত্রে যথাযথভাবে তথ্য, উপাত্ত, ধারণা, সূত্র, তত্ত্ব, অনুকল্প প্রভৃতি যথাযথ রেফারেন্স প্রদান করিতে হইবে।

(খ) গ্রন্থের রচয়িতাগণকে গবেষণাপত্র রচনায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে। গ্রন্থের কোনো রচয়িতা যদি উক্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন কিংবা অত্র নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী যথাযথ অবদান না রাখেন, তবে তাহার/ তাহাদের নাম ব্যতীরেকেই গবেষণাপত্রের মূল রচয়িতাগণের নামে গবেষণা পত্রটি প্রকাশিত হইবে।

অধ্যায় ৪: বিরোধ-নিষ্পত্তির নিয়মাবলি

১২। বিরোধ-নিষ্পত্তি: গবেষণা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি আইবিআরআর-এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সম্পাদিত হইবে। গ্রন্থ কিংবা গবেষণাপত্রে নাম অন্তর্ভূক্তিকরণ, নামের ক্রম-নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হইলে তাহার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আইবিআরআর-এর গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী প্রথমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবার উদ্যোগ নিবেন। যদি তাঁহারা যৌথসিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ হন, অথবা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গঠনতন্ত্র ও এই বিধির পরিপন্থী বলিয়া কোনো পক্ষের প্রতীয়মান হয়, তবে যেকোনো বিরোধী-পক্ষ উক্ত বিষয়ে সাধারণ পরিষদে ভোটের ব্যবস্থা করিবেন। সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যসহ অভিভাবক পরিষদের অন্যূন ১জন সদস্যের ভোটে

উক্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। তবে, এইরূপ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তগ্রহণ জন্য সাধারণ পরিষদের সদস্যগণের অন্যুন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন। যদি, এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তবে বাদী পক্ষ ১০০০ টাকা বিচার ফি জমা দিয়ে অভিভাবক পরিষদের নিকট বিচারের জন্য আবেদন করিবে। অভিভাবক পরিষদ অত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ১৮ অনুযায়ী অত্র গঠনতন্ত্র ও গবেষণার নিয়মকানুন সম্পর্কে বোঝেন, এমন ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বিচার কমিশন গঠন করতে পারেন। বিচার কমিশনের রায়ে কোনো পক্ষ সন্তোষ্ট না হলে অভিভাবক পরিষদ স্বয়ং বিবদমান বিষয়ের চূড়ান্ত রায় প্রদান করিবেন, যাহা মানিয়া চলিতে উভয় পক্ষ বাধ্য থাকিবে। বিচারে বাদী পক্ষ বিজয়ী হইলে তিনি তাহার বিচার ফি ফেরত পাবেন; এবং বিবাদী পক্ষ তাহা প্রদান করিবেন। উক্ত অর্থের ৫০% বিচার কমিশন লাভ করিবে; এবং ৫০% সংগঠনের উন্নয়ন তহবিলে জমা দেওয়া হইবে।

সতর্কতা:

কোনো গবেষকের / গবেষক দলের প্রস্তুতকৃত গবেষণাপ্রশ্নপত্র আইবিআরআর-এর প্লাটফর্ম হইতে পাইয়া কোনো সদস্য তাহা পূরণ করিলে কিংবা তাহা প্রচার করিলেই উক্ত গবেষণাপত্রের প্রণেতা/ রচয়িতা হইবার অধিকার প্রশ্নপত্র পূরণকারী কিংবা প্রচারকারী কোনো সদস্যের জন্মাইবে না। বরং, উক্তপ্রশ্নপত্র প্রণেতা/ প্রণেতাগণই উক্ত গবেষণার রচয়িতা/ প্রণেতা হইবার অধিকারী। কোনো গবেষক/ গবেষক দল তাহার গবেষণা পরিচালনা করিবার নিমিত্তে পরিচালিত ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাসনে আইবিআরআর-এর কোনো সদস্য কিংবা আইবিআরআর-এর সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী কোনো ব্যক্তি (যিনি আইবিআরআর-এর সদস্য নন) যুক্ত হইলেই তিনি উক্ত গবেষণার রচয়িতা/প্রণেতা হইয়া যাইবেন না; বরং উক্ত ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশনের আয়োজক/ আয়োজকগণই উক্ত গবেষণার প্রণেতা/ রচয়িতা।

এই বিধিটি আইবিআরআর-এর সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক জারি হইল।